# সেইসব যাপনের দিনরাত

## ফাল্গুনী ঘোষ

কংগ্রেস সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত গেলে বাম সাম্রাজ্যের লাল তারা যখন ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবাংলার আকাশে উদীয়মান ঠিক তার একবছর পর ফাল্গুনের ২১ তারিখে সোমবার আমার জন্ম | বছরটা ১৯৭৮, বিধ্বংসী বন্যা হয়ে গেছে ঠিক ৬ মাস আগে | বাবা গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, মা শুভ্রা দেবী | ঠাকুরদা এলাকার বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী মানুষ বৈদ্যনাথ ঘোষ, ঠাকুমা আশালতা দেবী | একমাত্র বোন রানু | বাবা কাকারা চার ভাই, ছয় বোন | বড়ো পরিবার | সবাই শিক্ষা দীক্ষায় মোর অর লেস স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পাস | গ্রাম হুগলির বেঙ্গাই , আমার বাপ ঠাকুরদার ঘোষ বংশের চৌদ্দ পুরুষের গ্রাম | আমাদের গ্রামটি একটি সীমান্তবর্তী গ্রাম | তিন কিমি পশ্চিমে জেলা বাঁকুড়া, আর পাঁচ কিমি উত্তরে বর্ধমান জেলার মাঠ দেখা যায় | গ্রামের কেদারনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৫ | গ্রামের পাঠ চুকিয়ে দক্ষিনে ৫ কিমি দূরে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশনে ক্লাস ফোরে ভর্তি ১৯৮৬ তে | নতুন সময় নতুন পৃথিবী |

বেঙ্গাই এর দিনগুলো মাটি ধুলো মাখা, গরুর গাড়ি, ধান, পুকুর , মাঠ, আলু, গ্রামীন খেলাধুলোতে সবুজ হয়ে ওঠা | সেই এক শৈশব | জোনাকির আলো শিরীষ গাছের মাথায়, বর্ষায় গ্যাঙর গ্যাঙ ব্যাঙের ডাক, গরমে ইলেকট্রিকহীন হারিকেন লণ্ঠনের আলো আর হাত পাখায় যতোটুকু জীবন | বাড়িতে ঠাকুরদা রেডিও শুনতেন , না টিভি তখনও আসেনি | খবরের কাগজ কোন কোন দিন | সন্ধে নামলে চারিদিকে এক দুর্ভেদ্য অন্ধকার কালো কালো রহস্যময় গম্ভীর অলৌকিক এক পৃথিবী | বাড়িতে দশ বারো জন চাষের কাজের লোক , তিনটি গোরুর গাড়ি, গোয়ালচালায় প্রায় পঞ্চাশ টি গোরু, পঞ্চাশ বিঘে ধান আলুর চাষ | সেইসব দিন মনের পাতায় আজো প্রবহমান | শীতকালের সন্ধেগুলোতে গড়গড়ে, পাটিসাপ্টা, সরুচাকলি পিঠে আর খেজুরগুড়ে গোটা বাড়ি ম ম করতো | একান্নবর্তী অন্নে পালিত ২০..২২ জনের গৃহস্হে আমার বসবাস | ধুলো বালি মেখে বিকেলে খেলা | মার্বেল, লংজাম্প, কুকলুকুনি, নুনচিক, বউবসন্ত, ফুটবল, ক্রিকেট | অদ্ভুত এক পল্লীর ইতিকথা |

১৯৮৬ তে কামারপুকুরে চলে আসা আমার কাছে একটি বনের চারা গাছকে টবে এনে পুঁতে দেওয়ার মতোই | জীবনে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে | গ্রামের সাধারণ স্কুল থেকে নামকরা রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে ভর্তি হওয়া আগামীর দিনগুলিকে মাথায় রেখে | ক্লাস ফোর থেকে ক্লাস টেন , ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৩ ....এই সাত বছর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়ের পাঠ আমাকে পুষ্ট করেছে, সমৃদ্ধ করেছে | আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনে পাঠপুস্তকের পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে নীতিশিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতার পাঠ দেওয়া হতো | ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, কবিতা আবৃত্তি, বিতর্ক, আলোচনা, জেনেরাল নলেজ, ভারতীয় সংস্কৃতির শিক্ষাও দেওয়া হতো | শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলোতে আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, রামকৃষ্ণদেব , মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ছাড়াও চাণক্য শ্লোক, গীতার বাণী পড়ানো হতো | স্বাধীনতা দিবসে টেবিল ম্যাগাজিন , ক্লাসরুম সাজানো ছিলো প্রতিযোগিতার বিষয় |

১৯৯৩ সালে মাধ্যমিক পাস কোরে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হলাম ৩০কিমি দূরে হুগলির বড়ডোঙ্গল হাই স্কুলে | সেখানে মাত্র চারমাস কাটিয়ে বাড়ির কাছে গোঘাট হাই স্কুলে | আমরা গোঘাট থানারই লোক | বিজ্ঞানে সুবিধা করতে না পারায় একবছর ড্রপ দিয়ে আর্টসে ভর্তি হয়েছিলাম ১৬ কিমি দূরে আমাদেরি মহকুমা আরামবাগ বয়েজ হাই স্কুলে | ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ এই দুবছর আরামবাগে উচ্চমাধ্যমিক পড়তে গিয়ে বেশ আনন্দের সাথে কাটিয়েছি | স্কুলে প্রথম স্হান অধিকার করে ওই সময়ে এলাকায় কলাবিভাগে রেকর্ড মার্কস নিয়ে পাস | নিজের পছন্দের বিষয় পড়তে পাওয়ায় আনন্দের সীমা নেই |

সে সময় মনে হয়েছিলো আমি গরাদ ভেঙে স্বাধীন | পাখির মতো উড়তে শিখেছি তখন থেকেই | ওই সময়েই ১৯৯৫ এর স্বাধীনতা দিবসের লগ্নে রাত ১ টা ১০ মিনিটে বাড়ি থেকে খালি পায়ে বেরিয়ে ১৬ কিমি পায়ে হেঁটে সকালে স্কুলে পৌঁছেছিলাম | হাতে নিয়েছিলাম একটা টর্চ, একটা লাঠি আর নিজের আঁকা ভারতের জাতীয় পতাকা | সকালে স্কুলে গিয়ে পতাকা উত্তোলন, কবিতা আবৃত্তি নজরুলের কান্ডারী হুঁশিয়ার আর বক্তৃতা | হেডমাস্টার মশাই কৃতবিদ্য সমরেন্দ্র চক্রবর্তী ১০ টা বিস্কুট দিয়ে বললেন খা , কোথাও যাসনি আর, বাড়ি ফিরিস | আসলে ওই ১৭ বছর বয়সে নেতাজীর রাতের বেলায় ওই ১টা ১০ সময়কালেই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ভাইপো শিশির বোস কে নিয়ে গাড়ি ড্রাইভ করিয়ে জার্মানির উদ্দেশে গোমো স্টেশন পর্যন্ত গিয়েছিলেন | সেখান থেকে ট্রেনে দিল্লী | এই বিষয়টা আমাকে পাগলের মতো উদ্বুদ্ধ করেছিলো |

অতঃপর ১৯৯৬ এর সেপ্টেমবারের ৩০ তারিখ কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠে ইংরেজি অনার্স নিয়ে ভর্তি হলাম | নিজের প্রিয় বিষয় | ইংরেজি শেখার জন্য ক্লাস এইট থেকে Oxford Advanced Learner's Dictionary মাথায় দিয়ে শুতাম | টিভিতে বিবিসি খবর শুনতাম | ইংরেজি খবরকাগজ পড়তাম | তার সাথে রেডিওতে ক্রিকেটের ধারাভাষ | কামারপুকুর কলেজের দিনগুলো আনন্দের ছিলো |ওখানেই আজকের সহধর্মিনী পাপিয়ার সঙ্গে পরিচয় | শেক্সপীয়রের সনেট , জন ডানের মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি, মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট, কোলরিজের ডিজেকশান ওড, শেলীর দ্য মাস্ক অব এনার্কি , ডিকেন্সের হার্ড টাইমস, হার্ডির রিটার্ন অব দ্য নেটিভ খুব ভালো লাগতো | কীটসের নাইটিংগেল ওড, ইয়েটসের দ্য সেকেন্ড কামিং, এলিয়টের প্রুফক খুব ইন্টারেসটিং | এইভাবে কলেজের দিনগুলো খুব সিরিয়াস ছাত্র হিসেবেই পড়াশুনা | সঙ্গে ছিলো ক্রিকেট |

দামোদর নদের তীরে একটি ঐতিহাসিক শহর | মোটামুটি ৬ কিমি বাই ৫ কিমি একটি গ্রাম সভ্যতাকে কেন্দ্র কোরে গড়ে ওঠা যে শহর সেখানে পড়াশোনার জন্য প্রথম পা রাখি ১৯৯৬ খৃ. ২ অক্টোবর | কামারপুকুর কলেজে ইংরেজি অনার্সে ভর্তি হয়ে টিউশান পড়ার জন্য প্রায় ৬০ কিমি জার্নি করে পড়তে যেতাম ওইসময় | ভোর চারটেয় উঠে পাঁচটায় বাস ধরে চোখে ঘুম নিয়ে সাড়ে সাতটায় বর্ধমান | মিষ্টি দোকানে পেট পুজো সেরে ৩ কিমি হেঁটে খালাসিপাড়ায় দিলীপ মুখার্জী স্যরের কাছে পড়তে যাওয়া | আবার হোটেলে ভাত খেয়ে বিকেল ৩টেয় বাড়ি ফেরা | এইভাবে সপ্তাহে দুদিন | বন্ধুবান্ধব সহপাঠি মিলে মোটামুটি আরো আট দশ জন |

এইভাবে বছর তিনেক কাটলো যাওয়া আসায় | তবে কোনদিনই স্রোতে ভেসে যাইনি কারণ বিষয়টাকে মন থেকে ভালোবেসেছি | ১৯৯৯ এর সেপ্টেমবারের ২৭ তারিখ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় , ইংরেজি বিভাগ, দোতলা ক্লাসরুম গ্যালারি | আমি উপস্হিত | স্বপ্ন পূরণ | এম এ চান্স পাওয়া কঠিন ব্যাপার | ১০০ টি কলেজের প্রায় ৫০০০ ছাত্রছাত্রী, তার মধ্যে ৯০ টি সিট | জেনেরালের ৬০ টি | সংগ্রাম কঠিন | বৃষ্টিবিঘ্নিত সেই ক্লাসে প্রথমদিন ২০...২২ জন | গোটা তিনেক ক্লাস হয়েছিলো | পঁচিশ বছর আগের সেই স্বপ্নমথিত দিন আজো মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল | ইংরেজি সাহিত্য পড়াশোনায় আমার কোন ফাঁকি ছিলোনা | দুবছরের জায়গায় তিনবছর পড়েছি | ক্লাস কামাই করেছিলাম সম্ভবত ২২ দিন , বাবার অপারেশান আর আমার জ্বর হওয়ায় | গোলাপবাগের সেই ইংরেজি বিভাগ আজো আমার প্রিয়তম | চোখে জল আসে, আনন্দে মথিত হয়ে যাই | অনেক লড়াই করে গ্রামের একটি ছেলে শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ করতে পারা সেই সময় কঠিন ছিলো | কারণ আমরা কলেজে ছিলাম ৭০ জন | চান্স মাত্র ২ জনের |

বর্ধমানের রাজ মেসে প্রথম তিন মাস কাটানোর পর চান্স হলো বড়োবাজারের কাছে বনাবাস হোস্টেলে | ইউনিভারসিটি ডিপার্টমেন্ট গোলাপবাগে | বনাবাস আসলে বনবাসের মতোই | বর্ধমান রাজার বনা নামে এক বাইজি ছিলেন | এই মহলটা ছিলো বনা বাইজির | উপর নিচ মিলিয়ে মোটামুটি ২০ টা ঘর ছিলো | আমরা প্রায় জনা পঞ্চাশেক ছাত্র আনন্দেই ছিলাম | মাস নয়েক কাটানোর পর উপর থেকে সারকুলার এলো মেইন হোস্টেল চলে যেতে হবে | তা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই | যাইহোক , আন্দোলন করেও লাভ হলো না | আমাদের মেইন হোস্টেলে চলে যেতে হলো |অরবিন্দ হোস্টেলে আমার জায়গা হলো | একটি সাত ফুট বাই নয় ফুট রুমে দু জন | তিনতলায় ৮৭ নং রুমে ঠাঁই হলো | রুমমেট সোনামুখী কলেজের দর্শন বিভাগের সন্দীপ মন্ডল | শুরু হলো আরো এক নতুন দিনের পথচলা ||

চারিদিকে সবুজ ঘেরা ছায়াবৃতা বনানীর অদ্ভুত এক গ্রামীন পরিমন্ডল খুব ভালো লেগে গেলো |সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৪ টে পর্যন্ত প্রতিদিন ৫...৬ টা করে ক্লাস | Language, poetry, drama, novel একটার পর আরেকটা | ক্লাস খুব ভালো হতো | বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী হোস্টেলে থাকতো | ৬...৭ জন বর্ধমানের লোকাল ছেলেমেয়ে সাইকেলে করে আসতো | বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া থেকে কেউ কেউ আবার মেদিনীপুর থেকেও এসে জড়ো হয়েছিলো এই একটি ক্লাসে | যাইহোক একটা ব্যস্ততা, মুগ্ধতা, বিভাগীয় সেমিনার, ইউনিভারসিটির বিভিন্ন অনুষ্ঠান এইসব ছিলো খুবই শিক্ষামূলক | ক্যাম্পাসটি চারদিক থেকে একটি পরিখা দিয়ে ঘেরা | লাল মোরাম রাস্তার দুদিকে বড়ো বড়ো মেহগনি গাছ, ক্যাম্পাসের মধ্যে দুটি পুকুর , আমরা অফ ক্লাসে ওই সব পুকুরের পাড়ে গিয়ে বসতাম | চা খেতাম | কেউ কেউ সিগারেট বিড়ি ফুকতো | বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে গ্রামের , কেউ কেউ মফস্বলের |

ওই সময় আমি অনেক কবিতা লিখেছি, হাত পাকিয়েছি পুকুর পাড়ে বসে বসে | একটা নিঃঝুম একাকিত্ব ছিলো | আমার কোনো প্রিয় বন্ধু ছিলো না | কারণ , কারণটা হলো সবাই যে যার মতো ব্যস্ত | কেউ পড়াশোনায়, কেউ প্রেমে টেমে, কেউ বাক্য বাগিশে | আমি দেখেছি নম্বর পাওয়ার জন্য তারা কি আকুলি বিকুলি করতো | স্যর ম্যাডামদের পায়ে পায়ে ঘুরতো | আমি এসব কিছুই পারতাম না | চুপচাপ বসে থাকতাম | দেখতাম | পড়াশোনাটা মন দিয়ে করতাম | লাংগুয়েজ ক্লাসটা বোরিং লাগতো, ঘুম পেয়ে যেতো | প্রফেসর এল এন গুপ্তের ক্লাসটা আমরা সবাই উপভোগ করতাম | উনি সাহিত্য ক্লাসের যাদুকর | পোয়েট্রি ও নভেল নিতেন | পরে লিটেরারি ক্রিটিসিজম ও লিটেরারি থিয়োরি পড়াতেন |

২০০০ সালটা গোটাটাই বাবার বার পাঁচেক অপারেশানের ফলে আমার পড়াশুনা ঠিকঠাক হয়নি | প্রস্তুতি ভালো না | তাই পার্ট ওয়ানে ড্রপ দিলাম | বাড়িতে সেইসময় অভাব | ৬ মাস বাবার ফার্মাসি বন্ধ | হ্যান্ড টু মাউথ অবস্হা | ওইসময় আমি ৬টি বাড়িতে পড়াতে যেতাম বর্ধমানে | পড়ার সময় কোথায় | পাঁচবার অপারেশানের কখনও বর্ধমান, কখনও কোলকাতা, শেষ পর্যন্ত সুদূর ভেলোর | আর কি উপায় | জীবন এরকমই | এইভাবেই ধরা দিলো | পার্ট ওয়ানে দুবছর কাটিয়ে রেজাল্ট ভালোই হয়েছিলো | পার্ট টু তে নম্বর আরো বেশি পেলাম | সবে মিলে সুন্দর | প্রচুর পরিশ্রম | সেসব দিন রাত মনে পড়ে |

ড্রপ দেওয়ার জন্য ২ বছর হোস্টেলে কাটিয়ে ছেড়ে দিলাম | ফাইনাল পরীক্ষার ঠিক আগের রাতে এস এফ আই পরিচালিত মেস কমিটি একটি ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ৬ জন মিলে অসহনীয় মানসিক নির্যাতন সেদিন আমাকে নিদারুন ব্যথা দিয়েছিল | আমি তাই একবুক রাগ ও ঘৃণায় হোস্টেলের ২ বছর মেয়াদ ফুরিয়ে যেতে ছেড়ে গিয়েছিলাম | অপরের প্ররোচনায় আমাকে ভুল বুঝে যে অপমান আমাকে করেছিল তা এখনও মনে পড়ে | পরে ওদের তিন চার জন ওদের ভুলের কথা আমার কাছে স্বীকার করেছিলো | জীবনে নিজের অনেক ক্ষতি করলেও, জীবনের জাগতিক চাহিদা, টাকা পয়সার হিসেব থেকে নিজেকে দূরে রাখায় অনেক আর্থিক ক্ষতি করেছি | বাড়ির লোকেরা সে নিয়ে সদা চিন্তিত | আমি ভাববাদী হওয়ায় আমার তা মনে হয়নি | কিন্তু কোনো মানুষের কোনকালে ক্ষতি করিনি | বরং জীবনের সব পর্বেই মানুষের উপকার হয়েছে আমার কাজের মাধ্যমে |

হোস্টেল ছেড়ে মেসে মেসে ঘুরতে থাকলাম | কোন কোন সময় নিজেও রান্না করতাম | মাটি কামড়ে একটা বছর | সেইসময় রোগা রোগা চেহারা, তবে মনের জোর অনেক, লড়াইটা একার, কিছুটা সিরিয়াস | ফুটবল ক্রিকেট খেলতাম | সারা শহরে ওই ভাঙা পুরোনো সাইকেলটা নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম | কোথায় কি অনুষ্ঠান হচ্ছে সেখানে ঘুরে বেড়িয়ে দেখলাম | কৃষ্ণসায়ের দীঘির পাড়ে পার্কে বসে একবছর প্রেম | বাবা সুস্হ হতে থাকায় চাপ কমতে থাকলো | আডভেনচারাস ছিলাম | একবার বর্ধমান থেকে ৬০ কিমি রাস্তা সন্ধে ৬ টা ৩০ এ বেরিয়ে সাইকেলে চড়ে রাত ১১ টা ৩০ তে পৌঁছালাম কামারপুকুর |

এম এ পার্ট ওয়ানে একবছর ড্রপ হয়ে যাওয়ায় খারাপ লেগেছিলো খুব | পিছিয়ে পড়ার একাকিত্ব ও লজ্জা কাজ করতো মনের ভিতর | যন্ত্রণা বাড়ে | জীবন যন্ত্রণা ছাড়া কী হয় | পরীক্ষা দিয়ে ফিরছে সহপাঠিরা, আমি বসে বসে মনমরা | বিশ্বকাপ খেলা থেকে বঞ্চিত চোট লাগা খেলোয়াড়ের মতো অবস্হা | সবই নিয়তি | গ্রীক নাটক মনে পড়ে যায়| ছোট ভাই বোনেরা দাদা দাদা করে | খাপ খাইয়ে নিতে হয় | তবে দাদা ডাকটা শুনতে ভালোই লাগতো | কবিতা লিখতাম বলে ভালোবাসতো, সম্মান করতো সবাই | তবে খেলাধুলো, নাটক, সেমিনার, পিকনিক সব জায়গাতেই সেই ফাল্গুনী দা | ওই সময় বর্ধমানে কবিসভায় রাজবাড়িতে যেতাম | বয়স্ক কবি অজিত ভট্টাচার্য সভাপতি হতেন |

বর্ধমানের মোহনবাগান মাঠে সকালে ১০...১২ পাক দৌড়াতাম , তারপর যোগব্যায়াম, জিম | হীরো হবার উদগ্র বাসনা কাজ করতো | অল্প বয়সে সবাই নিজেকে উত্তম কুমার কিংবা অমিতাভ ভাবতে চায় | তবে ঘাসের শিশির সিক্ত মাটিতে খালি পায়ে হাঁটা সুস্বাস্থ্য দেয় | নান্দনিক আনন্দ আনে মনে | বর্ধমানের মানুষজন হেল্পফুল | ইউনিভারসিটির ছেলে মেয়েদের ওঁরা সম্মান করতেন| যাইহোক ২০০২ এর নভেম্বরে এম এ ফাইনাল দিয়ে বাড়ি ফিরলাম | এবার কিছুদিন ঘুমাবার পালা | বই পড়ার আসল আনন্দ এম এ পাস করার পর | যেখানে পরীক্ষার উদ্বেগ নেই | আসল পড়াশোনা তখনই শুরু হয়।

২০০৩ সালের ১৪ ফেবরুয়ারি এম এ ফাইনালের ফল প্রকাশ হবার পর মার্চ মাসে বেঙ্গাই কলেজ থেকে ডাক এলো পড়ানোর | একটা বছর পড়িয়েছিলাম | কামারপুকুর কলেজে জুলাই মাস থেকে একটা সেশন পড়ালাম | ১২ দিন আরামবাগ কালিপুর কলেজে পড়িয়ে মানকর কলেজে একবছর | ২005 এর এপ্রিলের ২০ তারিখ থেকে বরাবরের মতো কোলকাতায় | ২০১০ এর মে মাসের ২৬ তারিখে বরানগরে নতুন ফ্ল্যাটবাড়িতে গৃহপ্রবেশ | বিয়ে করেছি ২০০৮..বৈশাখের ৭ তারিখ | সহধর্মিনী পাপিয়া । সময় কেটে যায় প্রতিদিন কীভাবে | কন্যার জন্ম ২০১২ র অক্টোবর ৩০ | কার্তিক মাস, আর জি কর হসপিটাল | জীবনের পরতে পরতে অভিজ্ঞতার ঝুলি পূর্ণ হতে হতে এগোতে এগোতে আজ মনে হয় জীবন বড়ো মধুর | বহু রং| বহুধা এর পথচলা |

এইসবের মধ্যে লেখাতে কোন খামতি নেই | ২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত এই পাঁচবছর ইংরেজিটাই বেশি লিখেছি | সেই পর্বে আমার চারটি বই ইংরেজি ভাষায় |কবিতা , নভেল, নন ফিকশন | ২০১৩ এ কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের সংগে পরিচয়ের পর থেকে বাংলায় লেখা বেড়ে গেল | কবিতা কেন্দ্রিক সিরিয়াস প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলাম | পবিত্র দা বাংলার বিষয়ে গাইড করতেন | উনি আমাকে অনেকের সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন | নিজের কবিপত্র পত্রিকায় আমার লেখা ছাপতে লাগলেন | আমার আরো এক প্রকৃত কবিতা ও সাহিত্য জীবন শুরু হলো | আজো সে আমার নিতসংগী |

কোলকাতায় এসে কিছু একটা করে পেট চালাতে চেয়েছি | ২০১৪....২০১৫ তে বরানগরের পিসিএম কলেজে ১ বছর পড়িয়ে রিজাইন দিয়ে এলাম | কলেজে পড়াতে আর ভালো লাগলো না | চেষ্টা করেছি কবিতা গদ্য লিখতে লিখতে যদি কবি লেখক হতে পারা যায় | কারণ কোন কিছুর হয়ে ওঠার প্রসেসটা ধীরে ধীরে বছরের পর বছর হতে থাকে | সুতরাং গভীর অনুশীলন, পড়া লেখার মধ্য দিয়ে ভালো লিখতে লিখতে এগিয়ে চলা | কয়েক বছরের চালাকি ও তৈলমর্দনে পুরস্কার, রাজনৈতিক পতাকার নীচে ক্যামেরার সামনে নাম করা, এগুলো আসলে খুব সাময়িক | কবি লেখককে পাঠকের মনের মধ্যে লিখতে লিখতে বিশ্বাস তৈরি করা | যা বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে |

২০০৬ থেকে ২০২০ এই ১৫ বছর শিয়ালদা ও রাজা রামমোহন সরনী তে কোলকাতা ইউনিভারসিটির ছাত্র ছাত্রীদের পড়িয়ে কাটলো | শয়ে শয়ে ছেলে মেয়েদের পড়িয়ে তাদের জীবনের লক্ষে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছি | আর কোলকাতার বিভিন্ন হলগুলিতে বিদগ্ধ পন্ডিতদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা শুনে বেরিয়েছি | বই কিনতাম প্রতি মাসে ৫০০০ থেকে ৭০০০ টাকার | কলেজ স্ট্রিটেই পড়ে থাকতাম | একটা ৬০০০ বইয়ের টাইটেলের লাইব্রেরিও বানিয়েছি কোলকাতায় বাড়ির কাছে | সেখানে মাঝে মাঝে ছোট্ট সাহিত্য সংস্কৃতির অনুষ্ঠান করে থাকি আজ | বাংলা কবিতা, বিশ্ব কবিতা, দেশ বিদেশের

রাজনীতি, ইতিহাস, সমাজতত্ব, দর্শন, নভেল, নাটক, প্রবন্ধ, সিনেমা, ধর্ম এইসব বিষয়ে বছরের পর বছর পড়াশুনা করে মনে হয়েছে আমি নষ্ট হয়ে যাইনি | বরং আমার জীবনের ক্যানভাস হয়েছে অনেক বিস্তৃত ||

সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হতে গেলে বই পড়তে হবে | দেশ বিদেশের মানুষকে জানতে হবে | মহৎ গুণগুলির অনুশীলন দরকার প্রতিদিন | স্বপ্ন দেখতে হবে প্রতিদিন প্রতিরাত | জীবনের পথ বহুধা বিস্তীর্ন বহুমুখি | শুধু টাকা রোজগার করে ব্যাঙ্ক বালান্স তৈরি করা জীবনের ধর্ম হতে পারে না | গড়পরতা মধ্যবিত্তরা যে স্বপ্ন দেখে তা আমার নয় | যে কাজটা করবো ১০০ শতাংশ মন প্রাণ ঢেলে করতে চেয়েছি, এখনো তা করি | না হলে সে কাজ থেকে বিরত থাকি | এই তন্নিষ্ঠ মগ্নতা ও মহৎ প্রয়াস না থাকলে সাধনার পথে, সাধন পথে এগোনো যায় না | সাধনা ছাড়া কোন কাজের শীর্ষে পৌঁছানো যায় না |

প্রতিদিন প্রতিরাত সাধনার ঐকান্তিক প্রয়াস জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির রবিকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তৈরি করে | সিমলের দত্তবাড়ির নরেনকে বিশ্বকাঁপানো স্বামী বিবেকানন্দ বানায়, এলগিন রোডের বোসবাড়ির জানকীপুত্র সুভাষকে আধুনিক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকে রূপ দেয় | দরকার সৎবুদ্ধি, নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস, পারবোই পারবো এই ভাব | উৎসাহ আর গভীর উদ্দীপনা | তাহলেই আপনার পথ পরিস্কার | এই এইটুকু বলতে বলতে মনে পড়ে আমার ইতিমধ্যে ২০ টি বই প্রকাশ পেয়েছে | বিভিন্ন বিষয় কে কেন্দ্র করে বক্তৃতা করতে যেতে হয় কোলকাতার হলে হলে, রাজ্যে ও রাজ্যের বাইরে | ভাগ্যিস সেইসব দিনগুলো কামারপুকুরে বসে না থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম অজানা ডেসটিনি কে সংগী করে | জীবন এক নিরন্তর খোঁজ, নিজেকে ভাঙা গড়া আর আবিষ্কার করতে করতে এগিয়ে চলা|

...............২৮.০৮.২০২৪............